SPECIAL SUPPLEMENT
on the
43rd Anniversary of Martyrdom of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
&
National Mourning Day
2018

Message by the Hon'ble President, Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Foreign Minister & Hon'ble State Minister for Foreign Affairs of Bangladesh

Message by the Hon'ble President

Md. Abdul Hamid

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩১ শ্রাবণ ১৪২৫
১৫ আগস্ট ২০১৮

বাণী

আজ ১৫ই আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক বেদনাবিধুর দিন। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। জাতীয় শোক দিবসে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

১৯৭৫ সালের এ দিনে দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ হন। একই সাথে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ আরো অনেকে। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি। দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে 'চড়বঃ ড়ভ চড়ষরঃরপং' হিসেবে ভূষিত করে, যা ছিল তাঁর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের অবিচল আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। তিনি ছিলেন অসমসাহসী, হিমালয়সম অটল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ঘাতকদের মেশিনগানের মুখেও তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোরা কী চাস?'। জাতির পিতার চিন্তা-চেতনায় সবসময় কাজ করত বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য আজ এ দেশের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশকে স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। একাত্তরের পরাজিত শক্তি তাঁকে হত্যা করে জাতির অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলো। ঘাতকচক্র সাময়িকভাবে সফল হলেও দীর্ঘমেয়াদে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির মহাসড়কে ধাবমান। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে, পেয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

১৫ই আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের বিচারের মাধ্যমে দেশ আজ কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। জাতির পিতার পলাতক হত্যাকারীদের বিচারের রায় দ্রুত কার্যকর হবে- জাতীয় শোক দিবসে এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। আমি জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তুলতে সকলকে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGABHABAN, DHAKA

31 Sraban 1425
15 August 2018

Message

Today 15th August, our National Mourning Day, the 43rd martyrdom anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. It is a tragic day in the history of the Bangali nation. With heavy heart, I pay my deep homage to the memory of Bangabandhu. I pray to the Almighty Allah for the salvation of the departed souls of all the martyrs on this National Mourning Day.

On this day in 1975, the undisputed leader and Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was brutally assassinated at his residence by a group of killers with the connivance of anti-liberation forces. His wife Sheikh Fazilatunnesa Mujib, sons namely Sheikh Kamal, Sheikh Jamal, Sheikh Russel and some near and dear ones were also assassinated along with Bangabandhu. This barbarous occurrence was rare not only in the history of Bangladesh but also in the history of the world.

Bangabandhu was the visionery leader of Bangali Nation and the architect of our independence. Since the historic Language Movement in 1952, he led the nation at every struggle and democratic movement including Juktafront Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Election in 1970, all of which were directed towards attaining the right to self-determination. Bangabandhu had never compromised on the rights of our people. After crossing manifold acclivities and declivities, the great leader finally declared country's independence on March 26, 1971 and the Bangali achieved ultimate victory through a nine-month-long armed struggle under his leadership. The world renowned Newsweek Magazine, in its issue on 5 April 1971, termed Bangabandhu as "Poet of Politics" which marked the firm conviction and deep reverence by the world community to the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He was a man of unmatched courage having steadfast personality like the Himalayas. At gun point, he asked the killers with a thundering voice, "What do you want?". The well-being of Bangla, Bangali and Bangladesh used to nourish in the belief of Bangabandhu. For his outstanding contributions, Bangabandhu and Bangladesh thus emerged as a unique symbol to the people of Bangladesh.

Along with political independence, Bangabandhu had dreamt of a happy and prosperous Bangladesh in order to attain people's economic emancipation. He elevated the war torn country into a stable position. The defeated forces of the liberation war tried to stop the advancement of the nation by killing him. Though the killers were temporarily successful but in the long run they have been dumped into the ash heap of the history. The Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, daughter of Bangabandhu has embarked Bangladesh upon a remarkable journey towards development and prosperity. Bangladesh already transformed into a lower middle income country and graduated from least developed country to a developing one. Bangladesh is now marching ahead in every aspect of socio-economic indicator attaining continuous economic growth, raising per capita income, launching of satellite into the space, building Rooppur Nuclear Power Plant, implementing mega projects like the Padma Bridge by own resources. In line with current development, I am confident that Bangladesh would be a developed country by 2041, InshaAllah.

The country is now free of disgrace by the trial of the tragic killing of 15th August. The verdict of fugitive killers will soon come into force - this is the expectation of the countrymen on the National Mourning Day. Though the assassins killed Father of the Nation, they could not wipe out his principle and ideals. I urge everyone to follow the path shown by the Father of the Nation and devote themselves to turn the country into 'Golden Bangla'.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid

Message by the Hon'ble Prime Minister

Sheikh Hasina

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ শ্রাবণ ১৪২৫
১৫ আগস্ট ২০১৮

বাণী

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের এই দিনে সপরিবারে মানব ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

জাতির পিতার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকেও ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব কর্নেল জামিলও নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন হতাহত হন।

জাতীয় শোক দিবসে আমি মহান আল্লাহ্তায়ালার দরবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জাতির পিতার দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত।

সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধপরাধী চক্র তাঁকে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা।

এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র '৭৫ এর ১৫ই আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারী করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার বিচারের পথও বন্ধ করে দেয়।

জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। মার্শাল ল' জারীর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। বিদেশে দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। পরবর্তী বিএনপি-জামাত সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে। অতীতের জঞ্জাল সরিয়ে এই ৫ বছরে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। খাদ্য-ঘাটতির দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়। বাংলাদেশের মানুষের জন্য এ সময়টা ছিল একটি স্বর্ণযুগ। আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার শুরু করি। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে জাতির পিতা হত্যার বিচার কাজ বন্ধ করে দেয়।

দেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে আমরা দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করি। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি-জামাত জোটের নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারাকে জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে ভোট দিয়ে দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। আবারও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।

গত সাড়ে ৯ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমরা সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচার রায় কার্যকর করেছি। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ করেছি। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্র-বিরোধীদের যেকোনো অপতৎপরতা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। আসুন, আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি। তাঁর ত্যাগ এবং তিতিক্ষার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শ ধারণ করে সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

31 Shrabon 1425
15 August 2018

Message

The 15th August is the National Mourning Day. On this day in 1975, the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, along with his family members, was assassinated in one of the most barbaric carnages in the human history.

Eighteen members of the family along with Bangabandhu's wife Sheikh Fazilatunnesa Mujib, 3 sons-Captain Sheikh Kamal, Lieutenant Sheikh Jamal and Sheikh Russel, 2 daughters-in-law Sultana Kamal and Rosy Jamal, brother Sheikh Naser, peasant leader Abdur Rab Serniabat, youth leader Sheikh Fazlul Haq Moni and his wife Arzu Moni, Baby Serniabat, Sukanta Babu, Arif and Abdul Nayeem Khan Rintu were killed on that fateful night. Bangabandhu's Military Secretary Colonel Jamil was also killed. Some members of a family at Mohammadpur in the capital were also killed by artillery shells fired by the killers on the same day.

On this day, I pray to the Almighty Allah for the salvation of the souls of all martyrs of the 15th August, including the Father of the Nation.

Under the dynamic, courageous and charismatic leadership of the Father of the Nation, the people of this territory brought the reddish sun of the independence breaking the shackles of subjugation of thousands of years. The Bangalees have gotten their own nation-state, flag and national anthem.

But Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was killed at a time when he had undertaken an arduous task of building a Golden Bangladesh reconstructing the war-ravaged country and unifying the whole nation. The defeated forces of the Liberation War made abortive attempts to ruin the tradition, culture and advancement of the Bangalee nation. Their aim was to destroy the secular democratic fabric of Bangladesh.

The anti-liberation forces linked to the carnage initiated the politics of assassination, coup and conspiracy. The trial of Bangabandhu's brutal assassination was blocked through promulgation of indemnity ordinance.

Ziaur Rahman usurped the state power and promulgated Martial Law suspending the constitution and overthrowing the people's elected government. The killers of the Father of the Nation were rewarded and given jobs at the Bangladesh missions abroad. The anti-liberation elements were given nationality. They were made partners of the state power and rehabilitated politically and socially. The subsequent governments of BNP-Jamat alliance had followed the same path.

Winning the general elections on 12th June 1996, Bangladesh Awami League assumed state power after long 21 years. A new horizon of development was initiated during the 5-year tenure overcoming the obstacles of the past. The country once deficient in food production became self-sufficient. This period was a 'golden era' for the countrymen. We had initiated the trial of the Bangabandhu Sheikh Mujib killing case. But after taking over state power, BNP-Jamat government stopped the trial.

The people of the country made Awami League victorious again in the 29th December general elections in 2008. Overcoming the stagnancy left by the previous BNP-Jamat government and global economic recession, we have put the country on firm economic footing. Rejecting BNP-Jamat's conspiracy to foil the general elections on 5th January 2014, people upheld the constitutional process by casting their votes. Bangladesh Awami League formed the government again and continued the work of development.

During the last nine and a half years, we have achieved desired advancement in every sector. Bangladesh in now a 'role model' of socio-economic development. Bangladesh has recently being graduated to developing country. We have launched Bangabandhu satellite-1. We shall turn Bangladesh into a middle-income country before 2021 and a developed one by 2041, InshaAllah.

We have executed the verdict of the Bangabandhu killing case. The trial of the killers of four national leaders has been completed. The verdicts of the cases against war criminals are being executed. Our government is following 'zero tolerance' policy to uproot militancy-terrorism. The path of grabbing state power unconstitutionally has been stopped by passing 15th amendment to the Constitution by the parliament. We have to remain ready to resist any ill-attempt by the anti-liberation-communal group and anti-development-democracy forces.

The killers were able to assassinate Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman but they could not erase his dreams and ideals. Let us come and turn the grief of the loss of Bangabandhu into strength. Let us engage ourselves holding Bangabandhu's philosophy in building a non-communal, hunger-illiteracy-free, and happy-prosperous Bangladesh and establish the Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation. That is our solemn pledge on the National Mourning Day.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

Message by the Hon'ble Foreign Minister

Abul Hassan Mahmood Ali, MP

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৫ আগস্ট ২০১৮

আজ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোকদিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক একটি দিন। ১৯৭৫ সালের এইদিনে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কিন্তু পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় বিদেশে অবস্থান করায় সেই হত্যাকান্ড থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

শোকাবহ এই দিনে আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সে হত্যাকান্ডে শহিদ হওয়া তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও নিপূণ নেতৃত্ব বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত ও ঐক্যবদ্ধ করে নতুন আশা-আকাঙ্খার সৃষ্টি করেছিল; রুখে দাঁড়াতে শিখিয়েছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে; স্বপ্ন দেখিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র ছাত্র আন্দোলন, ৬৬'র ছয়দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনও আপোষ করেননি। কোন ধরনের চোখ রাঙানি, জীবননাশের হুমকি, নির্যাতনের কাছে তিনি মাথানত করেননি। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে এদেশের আপামর জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করে বহু কাঙ্খিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ স্বপ্ন ছিল মানুষের জন্য অফুরান ভালবাসা, বাঙালিদের জন্য মমত্ববোধ এবং বৈষম্যহীন সমাজগড়ার অনুপম বোধ থেকে উৎসারিত। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করেন, ঠিক সেই সময় দেশ ও জাতির শত্রু কতিপয় কুচক্রী তাঁকে হত্যা করে বাংলাদেশের অগ্রগতি রুদ্ধ করার ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয়। কুচক্রীদের দেশবিরোধী কার্যকলাপ আমাদের ২১টি বছরের জন্য জিম্মি করে রাখে।

ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করা হয়, বিদেশস্থ দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করা হয় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে জাতির পিতার হত্যার রায় কার্যকর করেছে। সব ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার zero tolerance নীতি দেশের আপামর জনসাধারণের পাশাপাশি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মহান পিতার আদর্শ অনুসরণ করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরের ১৬ই মার্চ তারিখে, বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম জন্মদিনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃত।

জাতির শোকাবহ এইদিনে আসুন আমরা শোককে শক্তিতে পরিণত করে আমাদের প্রিয় নেত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার কাজে যার যার অবস্থান থেকে নিজেদের নিয়োজিত করি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি)

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

Message

15 August 2018

Today is 15 August, our 'National Mourning Day'; the most disgraceful day in the history of Bengali Nation. On this day in 1975, the architect of Independent Bangladesh, the greatest Bangalee of all the time, the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with most of his family members was assassinated in one of the most barbaric carnages of history. However, by the grace of Almighty Allah, both the daughters of Bangabandhu, Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, survived as they were abroad at that time.

On this day of mourning, I pay my deepest respect to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his family members martyred on 15 August, 1975. I also pray for the salvation of the departed souls.

Visionary leadership of Bangabandhu made Bangalees to protest the suppression of the then autocratic Pakistani rulers. Under the charismatic leadership of Bangabandhu the Bangalees became united. They made utmost sacrifices and embraced untold sufferings at his clarion call for the achievement of a sovereign Bangladesh. Bangabandhu led all the democratic movements of Bengalis directed towards getting their freedom and rights, including the language movement in 1952, the United Front victory in 1954 election, student movement of 1962, six-point movement of 1966, mass upsurge of 1969 and the general election of 1970. He never compromised on the question of the rights of the Bangalees. In response to his clarion call, the Bengali people took part in the nine month long great liberation war and achieved independent Bangladesh.

The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman dreamt of a happy and prosperous Sonar Bangla, free from all kinds of exploitation and oppression. His dream was inspired by his enduring love for people, affection for Banglees and a society free from all kinds of discrimination-all those constituted the core philosophy of his life. He took over the leadership of a war-ravaged and economically backward country. Bangabandhu accomplished the formidable tasks of rehabilitation and rebuilding the nation just in three and a half years. Some conspirators and enemies of the country, committed the heinous crime on 15 August 1975to thwart our advancement. The anti-State activities of those traitors held us hostage for long 21years.

The trial of Bangabandhu's assassination was blocked through promulgation of Indemnity Ordinance. The killers of the Father of the Nation were awarded with jobs at Bangladesh missions abroad and they were made partners of state power, and were rehabilitated politically and socially. The Awami League government under the leadership of Prime

Minister Sheikh Hasina has implemented the verdict of Bangabandhu murder trial. The government is also committed to uphold democracy and the rule of law. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina's zero tolerance policy towards all forms of terrorism and violent extremism has received full support and cooperation from the people of all walks of life as well as from the international community.
Inspired by the vision of our founding Father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, his daughter Prime Minister Sheikh Hasina has been leading the development activities of Bangladesh. Under her able leadership, Bangladesh is working hard to be elevated into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041.

To this end, Bangladesh has successfully crossed the first step by graduating into a developing from the least developed country category as recognised by the United Nations on 16 March this year on the eve of Bangabandhu's 99th Birth Anniversary. Bangladesh is now recognised as a 'Role Model of development' in the whole world.

On this day of Mourning, let us transform our grief into strength and continue to work from our respective positions under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina to realise Bangabandhu's dream of Sonar Bangla (Golden Bengal).

Joy Bangla, Joy Bangabandhu

(Abul Hassan Mahmood Ali, MP)

Message by the Hon'ble State Minister for Foreign Affairs

Md. Shahriar Alam, MP

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৫ আগস্ট ২০১৮

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট। জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাবিধুর, বিভীষিকাময় ও কলঙ্কজনক একটি দিন। ৪৩ বছর পূর্বে এইদিনে এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের এইদিনে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের নিজ বাড়িতে ঘাতকের বুলেটের নিষ্ঠুর আঘাতে সপরিবারে প্রাণ দিয়েছিলেন বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তান। সেই কালরাতে হায়েনাদের থাবা থেকে বাঁচতে পারেনি বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র রাসেলও। সেসময় বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী মহীয়ষী নারী বেগম ফজিলাতুননেছাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, যিনি বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে সারা জীবন সহযোগিতা করেছেন। বিদেশে অবস্থান করায় সেই হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) ও শেখ রেহানা।

শোকের এ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সে হত্যাকাণ্ডে শহিদ হওয়া তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু না থাকলে আমরা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ পেতাম না। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন; তাদেরকে শোষণ, নিপীড়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি এজন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ধৈর্য, সংগ্রাম, দীর্ঘদিন কারাভোগ, মানুষের প্রতি নি:শর্ত ভালোবাসা এবং নির্লোভ নেতৃত্বই তাঁর প্রতি জনগণের গভীর আস্থা সৃষ্টি করেছিল। তিনি এদেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। ৫২'র ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সংগ্রামী নেতা। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং চূড়ান্তপর্বে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ - প্রতিটি আন্দোলনই পরিচালিত হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ঘাতকরা বাংলার মাটি হতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল্যবোধ মুছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হলেও তাঁর মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের মৃত্যু হয়নি। বরং তাঁর আদর্শ প্রোথিত রয়েছে বাংলার জনগণের হৃদয়ে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে একটি আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা। সে লক্ষ্যে তিনি কাজও শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মহান পিতার আদর্শ অনুসরণ করে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর সরকারের সকল শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করেন দেশ ও জনগণের সার্বিক উন্নয়নে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সফলভাবে অর্জন করে এবং বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথে রয়েছে। আজ বাংলাদেশ

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বৈদেশিক-সহায়তা নির্ভর অর্থনীতি হতে বৈদেশিক-বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলার, প্রবৃদ্ধির হার ৭.৬৫ শতাংশেরও বেশী। ২০১৭ সালের দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশও রয়েছে। এর ফলে একদিকে বাংলাদেশ যেমন সারা বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি রচনা করে চলেছে একের পর এক সাফল্যগাঁথা, অর্জন করেছে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মানজনক স্বীকৃতি। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরের মার্চ মাসে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের প্রথম ধাপটি সফলভাবে পার করেছে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের প্রথম স্যাটেলাইট "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১" মহাকাশে উৎক্ষেপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রেও পৌছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।

একটি বিষয় উল্লেখ করা উচিত যে, ১৯৭৫ পরবর্তী সরকার এবং জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর খুনীদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো স্পর্শকাতর মন্ত্রণালয়ে চাকুরী দিয়ে বিভিন্ন দূতাবাসে নিয়োগ দিয়েছিল। মহামান্য আদালতে দীর্ঘ ৩৪ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য সম্পন্ন করে রায় দেওয়া হয়েছে, যার আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে। এখন আমাদের পবিত্র দায়িত্ব, পালিয়ে যাওয়া খুনীদের অবস্থান চিহ্নিত করে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করার মাধ্যমে নিজেদেরকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করা। আশা করি, আপনারা সকলে এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবেন।

আজকের এই শোক দিবসে আমরা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি 'প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ' গড়ার কাজে যার যার অবস্থান থেকে আত্মনিয়োগ করে বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো - এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

Message

15 August 2018

Today is 15 August, our 'National Mourning Day'- the most sorrowful, dreadful and disgraceful day in the history of Bengalee Nation. At that dark night of forty three years back, the greatest leader of the liberation war, founding architect of Bangladesh, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was brutally killed.

In the early morning of 15 August 1975, the greatest Bangali of all time was killed along with his family members in his own house at Road No. 32, Dhanmondi with torrent of bullets. In that unfortunate morning, none of Bangabandhu's family members, even his youngest son Russel could escape the claws of hyenas. Begum Fazilatunnesa, wife of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who contributed greatly in Bangladesh's struggle for the nation, also faced martyrdom along with Bangabandhu and other family members during that brutal killing. Fortunately both the daughters of Bangabandhu, Sheikh Hasina (present Hon'ble Prime Minister) and Sheikh Rehana, survived the carnage as they were abroad at that time.

On this grief stricken day, I recall our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his family members martyred on 15 August with deep reverence.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is a name, a history. In fact, had there been no Bangabandhu, we would not have got our dearest Bangladesh. Bangabandhu had a dream of bringing smile in the face of Bengalee people. He wanted to make them free from exploitation, hunger, poverty and subjugation. He found out his own way to do that. People's trust was bestowed on him because of his endurance, long years of confinement and struggle, unconditional love for people and an unavaricious characteristic. He emerged as a rebel leader during 1952 language movement. It was Bangabandhu under whose leadership the Bengalees passed the bars of 1954's United Front's election, 1962's student movement, six points movement of 1966, mass upsurge of 1969, 1970's election and finally 1971's War of Liberation- in every moment, the greatest Bengalee was with us.

By killing Bangabandhu, the murderers wanted to erase the spirit of the War of Independence, secularism and the values of building an equitable society. However, the death of Bangabandhu could not wipe out his values, principles and ideals; rather these are ingrained in the heart of the Bangali nation. Bangabandhu dreamt for a modern developed Bangladesh and he started working to materialise that vision. Inspired by the vision of our founding father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, his daughter, the current Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina has been leading the development pursuit of Bangladesh since her assumption to power in 2009. Under her able leadership, Bangladesh is working hard to upgrade to a middle income country by 2021 and a developed country by 2041.

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

بسم الله الرحمن الرحيم

Md. Shahriar Alam, MP
State Minister
মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

Bangladesh has successfully achieved the Millennium Development Goals (MDGs) and on its own way for implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) as a result of pragmatic initiatives commenced by the Awami League government. Now Bangladesh has been transformed into a trade-dependent country from an aid-dependent one. Currently, Bangladesh is marching forward with US$ 1,752 per capita income and more than 7.65% growth rate. Bangladesh was also included in the list of top-ten fast-growing economies in 2017. Very recently Bangladesh has officially come out of LDC status which attests to the success of the government particularly. Therefore, on one hand, Bangladesh has been recognised as a 'Role Model of Development' to the outer world and on the other hand it has been creating continuous success stories, earning many international awards and respectable acclamation. As a consequence of all these tremendous achievements, the United Nations has recently announced Bangladesh's eligibility for graduation to the 'Developing Country' status from the 'Least Developed Country' category. By the successful launching of Bangabandhu-1 satellite- the first Bangladeshi geostationary communication satellite, we have made our entry to communication technology to a unique height.

It is worth mentioning that after Brutal killing of Father of the nation in 1975, the then government and Ziaur Rahman rewarded the killers of Bangabandhu with jobs at sensitive establishments of the government like Bangladesh missions abroad under Ministry of Foreign Affairs. The judicial procedure against the killers had been continued for long 34 years and finally the verdict was announced in 2009 and executed partly. Now, it is our sacred duty to make us stainfree by finding out rest of the killers absconding abroad to execute the verdict. I hope you will be committed in this regard.

We will take Bangladesh ahead by dedicating ourselves from our own positions to the destination of 'Sonar Bangla' as dreamt by our Father of the Nation Bangabandhu and 'a technology based developed and modern Bangladesh' as envisioned by Prime Minister Sheikh Hasina through the transformation of our grief into strength. This must be our pledge on this sorrowful day of national mourning.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever

Md. Shahriar Alam, MP

ফোন ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৬২৯৫৪, ফ্যাক্স ঃ (+৮৮০-২) ৯৫৫৬০২৮, E-mail: sm@mofa.gov.bd

Few write-ups on The Tragic Day of the History of Bangladesh

e½eÜ Mv_v
nvmvb j nK Bb

ÔceBমানের ¶gi নাই; সাপের শেষ রাখতে নাই'- এই কথাটা স্মরণে রাখতে আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার ওমর চাচা।

Igi PvPvi mZK evYxi h_v_Zv অনুধাবন করতে পারলাম যখন ১৫B AvM÷, evsjvদেশের রাষ্ট্রপিতা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু হত্যা একটা বড়ো কলঙ্কRbK NUbv| একটা ঐতিহাসিক বিরাট বেইgvbর ঘটনা। ১৯৭৫ সালে যখন এই কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটে, তখন ওপারে কলকাতায় লেখক অন্নদাশংকর রায় তাঁর বন্ধু ও কথা সাহিত্যিক মনোজ বসুকে ফোনে বলেন, 'আসুন আমরা দুজনে বসে কাঁদি'। তাঁদের কান্না পেয়েছিল, আর বাংলাদেশের মানুষ ¯ম্ভিত ও হতবাক হয়ে কাঁদতে ভলে গিয়েছিল।

১৯৭৫ সালে ïa GKজন মানুষ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ঘটনা ঘটেনি। ঘাতকরা অবৈধ দখলদাররা, সামরিক শাসকরা জাতির AvZ¥কে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। সাম্প্রদায়িকতার ছুরিতে বিদ্ধ হয় জাতির আত¥| i³¶iY ïiæ nq| ১৯৭৫ থেকে একুশ বছরের mvgwiK kvmb বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত করে রাখে। ১৯৯৬ সালে নির্বাসন থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন শুরম্ন হয় যখন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হb|

15B AvMó÷i Kj¼RbK NUbv Qvov I বাংলাদেশের বুকে আরো চারটি কলঙ্কRbK ঘটনা ঘটে। তা হলো, ১৯৭১ এ মহাযুদ্ধের মাঠে যুদ্ধাপরাধের ঘটনা, ১৯৭৫ থেকে উপর্যুপরি অবৈধ ক্ষমতা দখল ও সামরিক শাসনের ঘটনা, সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল চার নীতি ছেঁটে cdjv I mv¤cÖ`vwqKZv Avg`vwb Ges 21শে AvM÷ শেখ হাসিনাসহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে হত্যার জন্য গ্রেনেড হামলার NUbv| এই পাঁচ কলঙ্কেi Qvc ললাটে নিয়ে তাই বাংলাদেশ এগুনোর চেষ্টা করেছে।

আজও বাংলাদেশ mv¤cÖ`vwqKZvi Qিরিতে বিদ্ধ জাতির আত্মার i³¶iY I cvP Kj¼ মোছার কঠিন সংগ্রামের ভেতর বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদিবস পালন করছে। এখনো সাম্প্রদায়িকতার, সামরিক শাসনের সকল Pýý মোছা শেষ হয়নি। এখনো mvgwiK শাসকদের "একটু গণতন্ত্র, একটু ধর্মতন্ত্র, একটু সামরিকতন্ত্র" এর গোঁজামিল তত্ত্ব রাজনীতিক অঙ্গÝb বিভ্রান্তির ধুম্রজাল ছড়াচ্ছে। এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে|

বঙ্গবন্ধুকে সঠিকভাবে চিনলেই বাংলাদেশকে চেনা হবে। e½eÜ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন- GKwU cZvKv, GKwU gvbwPÎ, একটি দেশ, বাঙালি জাতীয়তার একটি মহাকাব্য, একটি আন্দোলন, জাতি নির্মাণের কারিগর, wVKvbv প্রদানের সংগ্রাম, একটি বিপস্নe, GKwU Af¨Ìvb, GKwU BwZnvm, evOvwj RwZi aæeZviv: RwZi DÌvb ivRbxwZi Kwe, জনগণের বন্ধু, রাষ্ট্রের স্থপতি, স্বাধীনতার প্রতীক, ইতিহাসের মnvbvqK, nvRvi eQরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি|

১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক ভুল শোধরান e½eÜ। যে হিন্দু ও মুসলিম ভারতে আলাদা হয়ে পড়ে, সেই তাদের সবাইকে একত্রিত করে এক অখণ্ড বাঙালি জাতিতে পরিণত করেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি মানুষ, আমি বাঙালি, আমি মুসলমান।"

বাংলাদেশের জনগণকে e½eÜ তিন ধাপে তাদের পরিচয় সাজাতে বললেন, আগে মানবতা, তারপর জাতিসত্তা, তারপর ধর্ম। এটাই হলো বঙ্গবন্ধু রচিত বাঙালির বাংলাদেশ উত্থানের, প্রতিষ্ঠার, স্বশাসনের স্বাধীনতার মহাকাব্য। সবাই বাঙালি হয়ে গেল| mv¤ú`wqK wØRwZ-তত্ত্বের আলখাল্লা ফেলে দিল।

১৯৬৯ সালের ৫B ডিসেম্বর তিন নেতার মাজার প্রাঙ্গণে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা ¢`b ÒAvR হইতে পাকি¯ানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম ce cwK¯ান না শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সৌদি বাদশা ফয়সালের সাথে বৈঠকে বলেন, 'ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। আমি জানতে চাই, কেন সৌদি আরব স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি ?'

বাদশা ফয়সাল বলেন, Òআপনি সৌদি আরবের স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে ÔBmjvwgK wicvewjK Ae বাংলাদেশÕ করতে হবে।Ó

বঙ্গবন্ধু জবাব দেন, Òএই শর্ত বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না। বাংলাদেশের জনগণের প্রায় অধিকাংশই মুসলিম। আমাদের প্রায় এক কোটি ভিন্ন ধর্মের নাগরিকও রয়েছে। সবাই একসাথে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে বা যুদ্ধের ভোগান্তিতে পড়েছে। তাছাড়া mekw³gvb Avjøাহ শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্যই নন। তিনি বিশ্বব্রþটা-র স্রষ্টা। তাছাড়া আপনার দেশের নামও তো ÔBmjvwgK wicvewjK Ae সৌদি আরবÕ নয়। আরব বিশ্বের একজন গুYÌ ও খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ প্রয়াত বাদশা ইবনে সৌদের নামে নাম রাখা হয়েছে ÔwKsWg Ae সৌদি আরবÕ। আমরা কেউই এই নামে আপত্তি কwiwb|Ó

জাতির পিতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল বিস্ময়কর। নাইজেরিয়ার জেনারেল ইয়াকুব গাওয়ান যখন বললেন, 'অবিভক্ত cwK¯vb GKwU শক্তিশালী দেশ, কেন আপনি দেশটাকে ভেO দিতে গেলেন।' উত্তরে শেখ মুজিব বললেন, "শুনুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আপনার কথাই হয়Zv wVK Awef³ cwK¯ান হয়তো শক্তিশালী ছিল। তার চেয়েও শক্তিশালী হয়তো হতো অবিভক্ত ভারত। কিন্তু সেসবের চেয়েও শক্তিশালী হতো সংঘব× এশিয়া, আর মহা শক্তিশালী হতো একজোট এই বিশ্বটি। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সব কিছু চাইলেই কি পাওয়া যায়।"

evOwj RwZi gw³i Rb¨ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার ভিত্তিতে স্বশাসনের পক্ষে দাঁড়াতে ঘোষণা দিলেন; সামরিক স্বৈরতন্ত্র হঠানোর কথা বললেন; গণতন্ত্রের ওপর দাঁড়াতে বললেন। গণসংগ্রাম-wbevPb-সশস্ত্র যুদ্ধ এই তিনের অপূর্ব সমন্বয় করলেন। 1970 Gi নির্বাচনকে গণরায়ে রূপান্তর করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের নামে স্বশাসিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেন। নিরস্ত্র জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের মানস গঠনের রাজনীতি উপহার দিলেন। e½eÜ evOwj RwZmËাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বঙ্গবন্ধু তাই আধুনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক Avi বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অভিন্ন সত্তv|

diwস লেখক মালরোর জীবনের শেষ রচনায় দেখিয়েছেন, একজন শিল্পীকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে, তাঁর পায়ের আঙ্গুলগুলো কোচbvরকমে একটু মাটি স্পর্শ করে আছে। শিল্পী তাঁর স্বভাব অনুযায়ী ওই অবস্থাতেই আঙ্গুল দিয়ে কয়েকটি ইঁদুরের ছবি আঁকেন। আর আশ্চর্যের বিষয় ইঁদুরগুলো অলৌকিকভাবে প্রাণ পেয়ে গেলো এবং ফাঁসির রজ্জু কেটে শিল্পীকে মুক্ত করে দিল। বঙ্গবন্ধুর পায়ের আঙ্গলগুলো যদি মাটি স্পর্শ করতো, তাহলে কি হতো? বঙ্গবন্ধু পায়ের আঙ্গুল দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রই আঁকতেন। যে মানচিত্র জুড়ে থাকতো বঙ্গবন্ধুর বিশাল শরীর। কবি রফিক আজাদের ভাষায়, 'স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে পড়ে আছে wekvj kixi|Õ

কবি বাবলু জোয়ার্দারের ভাষায়-
"সে ছিল দীঘল পুরুষ|-
nvZ বাড়ালেই ধরে ফেলতো
cÂvন্ন nvRvi eMgvBj,
সাড়ে সাত কোটি হৃদয়,
ধরে ফেলতো বৈশাখী মেঘ অনায়াসে।"

বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর অন্নদাশংকার রায় লিখেছিলেন, "বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান সাধারণ রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন RwZi RbK| c`Z্যাগ নয়, দেহত্যাগই জাতির জনকের অস্তিg KZe¨|Õ

কিন্তু এখনো দেশ কল¼মুক্ত নয়। এখনো সাম্প্রদায়িকতার ছুরিকাবিদ্ধ জাতির আত্মার রক্তক্ষরণ হচ্ছে, যুদ্ধ এখনো চলছে। e½eÜi ¯গৃহে প্রত্যাবর্তন কেবল তখনই wbivc` হবে যখন বাংলাদেশের কপাল থেকে যুদ্ধাপরাধ, বঙ্গবন্ধু হত্যা, সামরিক শাসন, সংবিধান থেকে চার মূলনীতির বিসর্জন, ২১শে AvM÷ গ্রেনেড হামjv- এ পাঁচ কলঙ্কের Qvc মোছা হবে, RwZi AvZ¥q wex সাম্প্রদায়িকতার ছুরিটাকে সম্পূর্ণরূপে টেনে তুলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা হবে, অপসৃত হবে বৈষg¨i cvnvo। সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই বাংলাদেশ অন্ধকার থেকে আলোর পথে হাসতে হাসতে দাঁড়াবে|

#

প্রাবন্ধিক : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-Rvm` mfvcwZ

The Legacy of Bangabandhu

Hasanul Haq Inu

In childhood, uncle Omar of our village used to remind us, 'Traitors are not to be forgiven and poisonous snakes are not to be let loose.'

Realization of this verse occurred when on 15th August, 1975, the Father of the Nation, the architect of Bangladesh was brutally killed along with his kith and kin. Killing Bangabandhu is the most heinous chapter of treachery in the history of our nation.

Acclaimed Indian writer Annadashankar Roy of West Bengal, hearing this tragic event called his friend writer Manoj Bose in Kolkata and said, 'Let's lament together, oh dear!' While people lamented abroad this way, tears of Bangladeshis froze in shock and horror.

Killing Bangabandhu was not mere killing of a person that the perpetrators and military dictators plotted through. They wanted to kill the soul of the nation. Thus the soul of our nation started to bleed, being stabbed with the cursed dagger of communalism. For long 21 years since 1975, the military dictators kept the name 'Bangabandhu' in exile from the nation he gave birth to. And the return of Bangabandhu commenced only when Prime Minister Sheikh Hasina formed elected government in 1996.

Apart from the heinous crime in 1975, four more incidents stained the nation's heart. War crimes in the war of independence in 1971, illegal accession of power and military dictatorship from 1975, scraping off the spirit of independence from constitution and intrusion of 'Rajakars' in politics and the grenade attack on Sheikh Hasina and political leaders on 21st August 2004. Bangladesh has been struggling to move forward with these five stains in the heart of the nation.

Even today, we commemorate the tragic death anniversary of Bangabandhu amidst bleeding of the nation's soul and ongoing struggle of wiping out the five stains. Stains of communalism and military dictatorship are still to be eroded. The hypocritical theory of 'little democracy, little religion, little autocracy' is still fuming chaos in the air. We have a long way to go.

Knowing Bangabandhu perfectly is knowing Bangladesh. Bangabandhu is- a flag, a map, a country, the epic of Bangali nationalism, a movement, an architect of building a nation, a struggle to give home to a nation, a revolution, an uprising, a history, a pole star of Bangali nation, poet of political rise of the nation, a best friend of people, founder of the nation, symbol of independence, the great hero of time, the greatest Bangali of thousand years.

He was Bangabandhu, who corrected the historic mistake of 1947 partition of the sub-continent. The Hindus and the Muslims who were separated, Bangabandhu united them all and created one undivided Bangali nation. Bangabandhu said, 'I am human, I am Bangali and I am Muslim.'

Bangabandhu inspired Banglis to decorate their identity in three steps- humanity first, then nationality and then the religion. This was Bangabandhu's epic on the rise of the independent Bangladesh. Everyone became Bangali, shedding off the cloak of obsolete two-nation theory.

On December 5th, 1969 at the death anniversary of Hussain Shaheed Suhrawardy at three-leaders tomb in Dhaka University, Bangabandhu declared, 'From today the name of the eastern part of Pakistan is not East-Pakistan, it is Bangladesh.'

In 1973 at Non-Aligned Movement summit in Algiers, President Sheikh Mujibur Rahman of the just born Bangladesh had a meeting with Saudi King Faisal. Bangabandhu asked the king, ‘Bangladesh is the second largest Muslim-majority country after Indonesia. What may be reason of Saudi Arabia not recognizing Bangladesh’s independence as yet?’

King Faisal said, ‘In order to obtain Saudi recognition, Bangladesh has to change the name into Islamic Republic of Bangladesh.’

Bangabandhu replied, 'This condition does not apply for Bangladesh. Though Muslims are a majority, but we have about a crore people from other religions. We all fought together for independence and the war affected all of us. And the creator is not only for Muslims, but for the universe.'

'In addition, your country is also not named as Islamic Republic of Saudi Arabia. Your country is named Kingdom of Saudi Arabia after a famed politician King Ibne Saud. And we haven't opposed to that’, sharply added Bangabandhu.

Our Father of the Nation also had a surprising presence of mind. When Nigerian General Gawan said, ‘Undivided Pakistan was a strong country, why did you have to divide that’, Bangabandhu replied, ‘Hon’ble President, you might have been correct, undivided Pakistan would have been stronger. But see, undivided Indian sub-continent would have been even stronger and undivided Asia would have been furthermore stronger and an undivided world would have been the strongest. So, hon’ble President, do we get everything as per our wish!'

In order to earn freedom of Bangali nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared to stand firm on 6 points, for self-rule, abandoning military dictatorship and struggle for democracy. Bangabandhu perfectly combined three elements -Massmovement, Election and Armed struggle to achieve the nation’s goal. He turned the 1970 Parliamentary Election as a people’s mandate. And in the name of non-cooperation movement, Bangabandhu declared a self-ruled Bangladesh. The unarmed people became ready for armed struggle under the command of Bangabandhu as he established the Bangali nationality at state level. That is why Bangabandhu is the father of modern Bangali nation and Bangabandhu and Bangladesh are one united soul.

French writer André Malraux in his last writings depicted an artist in the scaffold, waiting to be hanged, his toes barely touching the ground. From instinct, the artist drew a few mice with the tip of his toe. And miraculously the mice got alive, cut the rope and set the artist free. If ever Bangabandhu’s toes had been in such condition, he would have drawn a map, the map of Bangladesh, the whole of which would have been covered by his greatness. As poet Rafiq Azad said, ‘The huge figure lay all along the map of the motherland.'

The verses of Poet Bablu Joardar portrayed Bangabandhu as-

'So large a man was he-
Fifty five thousand square miles-
He could grasp in his bare hands,
As could grasp seven and half a crore souls,
And deep voluptuous summer clouds.’

After tragic death of Bangabandhu, famed writer Annadashankar Roy wrote, ‘Bangabandhu Mujibur Rahman was not a common politician. He was the Father of a nation. It was not stepping down; it was supreme sacrifice, that was his last duty.’

But the country is not yet freed from the curse. The bleeding from the soul of our nation caused by stabbing with the dagger of communalism, has not yet stopped. The struggle is on.

The homecoming of Bangabandhu will only be safe when the five stains of Bangabandhu killing in 1975, war crimes in 1971, illegal accession of power and military dictatorship from 1975, scraping off the spirit of independence from constitution and intrusion of 'Rajakars' in politics and the grenade attack on Sheikh Hasina and political leaders on 21st August will be completely eroded, the dagger of communalism and social imbalances will be fully removed. On that very moment, Bangladesh will come out of all shadows and stand with the smiling glory.

#

Writer is the Minister, Ministry of Information of the Government of the People's Republic of Bangladesh.

Translation: ***Mir Akram Uddin Ahammad***

ইতিহাসের বঙ্গদেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ
সেলিনা হোসেন

বাঙালি, বাঙালিত্বের নির্যাসে যুক্ত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অমোঘ উচ্চারণ 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আwg e je, Awg evOwj, evsjv Avgvর দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।' এই উচ্চারণের সঙ্গে wZwb বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাq বাঙালিকে উজ্জীবিত করে বাঙালিত্বের গৌরবকে আন্তর্জাতিক বিck cwZwôZ করেছেন। এই সময়ে তাঁর মৃত্যু বিশ্বজোড়া বাঙালির সামনে শুধুgvÎ শোকের দিনp নয়। গৌরব এবং মর্যাদার জায়গা থেকে তিনি বাঙালির সামনে মৃত্যুহীন gvbl|

হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই ভূখ- নানা নামে cwiwPZ হয়েছিল। একসময় বলা হতো গঙ্গাঋদ্ধি, বলা হতো গৌড়। cL¨vZ BwZnvmwe` bxnviiÄb ivq Zvi ÔevOwji BwZnvm ঃ আদি পর্ব' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'গৌড় নাম লইয়া বাংjvi mg¯Rbcদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করিয়াছিলেন সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। সেই সৌভাগ্যলাভ ঘটিল বঙ্গ নামের, যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, এবং যে বঙ্গ-নাম ছিল পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরব ও আদরের। কিন্তু, সমগ্র বাংলাদেশের বঙ্গ নvg jBqv HK¨e× nlqv হিন্দু আমলে ঘটে নাই; তাহা NwUj Zথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাংলাদেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত হইল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যদিও আজিকার বাংলাদেশ আকবরী সুবা বাংলা অপেড়্গা খর্বীকৃত।'

বিশ্বজুড়ে বাংলার যে পরিচিতি সেই অ_ GB fLÐকে খর্বীকৃত বলার সুযোগ নেই। ইতিহাসের প্রেড়্গাপটে দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের অপেড়্গায় সময়ের পরিসর অতিক্রম করেছে। তিনিই উপমহাদেশের একমাত্র নেতা যিনি উপমহাদেশের মানচিত্রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এই অর্জনে নিজেদেরকে নিবেদন করেছেন বীরদর্পে। মানুষের ভালোবাসার অবিস্মরণীয় চেতনাবোধে সিক্ত হয়েছে তাঁর নেতৃত্বের দৃঢ়তা। তাঁর মৃত্যুদিবস মৃত্যুর Eর্ধে জীবনসত্যের বcov cwiPq| বিশ্বের অনেক নেতা যেভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আছেন অজেয় প্রেরণায় তেমনি বঙ্গবন্ধু আছেন। কিউবার বিপস্নবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেড়্গ সম্মেলনে e½eÜi সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি পরিচয়ের মুগ্ধতা নিয়ে বলেন, ÔAvgvi হিমালয় দেখা হয়নি, কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেwQ| ব্যক্তিত্বে এই মানুষটিই হিমালয়সম| এতেই আমার হিমালয় দেখা হqjv|Õ Gfাবে বাংলাদেশ নামের ছোটU fLÐ বিশ্বের সামনে বিশাল হয়ে উঠেছিল। শুধু ভৌগোলিক আকারের খর্বতা কাটিয়ে উচ্চতার শীর্ষে ওঠার যে দিক নির্দেশনা বঙ্গবন্ধু সেই Amva¨ KvRwU cর্ণ করেছিলেন। বিশ্বের অন্য অনেক নেতার মতো তিনি দেশের পরিচিতি বিস্তৃত করেছিলেন| নেলসন ম্যান্ডেলার নামের সঙ্গে যুক্ত nq `wÿণ আফ্রিকা, হো চি মিনের নামের সঙ্গে ভিয়েতনাম, সুকর্ণের নামের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া, মিশরের সঙ্গে কর্ণেল নাসের, প্যালেস্টাইনের সঙ্গে ইয়াসির আরাফাত এমন আরও অনেকে। তেমনি বাংলাদেশের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম উচ্চারণ না করে বাঙালির আত্মপরিচয় কখনো পূর্ণ হবে না।

wZwb evOwji ÎvYKZv| evOwji mf¨Zv-সংস্কৃতির আবহমান স্রোতে তিনি নতুন অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণ রূপ লাভ করেছে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পরে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশ হয় ইতিহাসের বঙ্গের পূর্বাঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান। বঙ্গবন্ধু তাঁর জাতিসত্তার দর্শনের জায়গা থেকে পাকিস্তান গণপরিষদে পe cwK¯ানকে পূর্ব বাংলা বলার পড়্গে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৫৫ সালের 25 AvM÷ তারিখে তিনি গণপরিষদে বলেন, স্পিকার মহোদয়, miKvi ce eাংলার নাম বদল করেছে পূর্ব পাকিস্তাb| Ôevsjvô bvg e¨envi Kivi Rbÿ আমরা দাবী জানাই। বাংলা নামের ইতিহাস আছে, তার ঐতিহ্য আছে। এই নাম পরিবর্তন করতে হলে বাংলার মানুষকে জিজ্ঞেস করতে হবে। নাম বদল করার জন্য তারা রাজি আছে কি না তা তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। নিজ আইডেনটিটি ev cwiPq হিসেবে বাংলা শুধু শব্দ মাত্র ছিল না, ছিল জীবনদর্শনসহ জাতিসত্তার পরিচয়। মানুষ হিসেবে পরিচয়ের পরে প্রতিটি মানুষকে জাতিসত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার সত্য ধারণ করতে হয়। তিনি এই বিশ্বাস প্রত্যেক বাঙালির রন্ধ্রে ঢুকিয়েছেন।

fvlv জাতিসত্তার আইডেনটিটির GKwU Ab¨Zg Dcv`vb| e½eÜ cwK¯vb গণপরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রশ্নে| বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৫৫ সালের ৯ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত গণপরিষদ অধিবেশনে বলেছিলেন ঃ 'শেখ মুজিবুর রহমান ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, মহোদয়, আমাকে বাংলায় কথা বলতে হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এ ভাষা আপনার বোধগম্য হবে না, তবুও আমাকে বাংলাতেই বলতে হবে। (K_vi gvঝে বাধা দান) শেখ মুজিবুর রহমান ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার বাংলা বুঝতে পারেন না বলে আমি দুঃখিত। (মাননীয় স্পিকার, মহোদয়, আজ বাংলা ভাষায় আমাকে বক্তব্য দানের সুযোগ দেওয়ায় আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই)।'

১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি গণপরিষদে আবার বাংjার পড়ো বক্তব্য রাখেন : 'শেখ মুজিবুর রহমান : মহোদয়, একটি বিশেষাধিকার প্রশ্নে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহোদয়, পাকিস্তান গণপরিষদের কার্যপ্রণালী বিধি ২৯-এর অধীনে সুস্পষ্টভাবে উলেøখ করা হয়েছে যে, সংসদের সরকারি ভাষা হচ্ছে তিনটি : ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু। কিন্তু মহোদয়, আপনি জানেন যে দিনের আলোচ্য কর্মসূচী কেবল ইংরেজি ও উর্দুতে বিতরণ করা হয়, বাsjvq Kiv nq bv| Awg Rwb bv wel qwU Avcনি অবগত আছেন কি bvB, কিংবা এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েQ wK bv|...... শেখ মুজিবুর রহমান : কার্যবিবরণী নিশ্চqই বাংলায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যেহেতু তিনটি ভাষাই সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত সেহেতু তিনটি ভাষাকেই সমান মর্যাদা দিতে হবে। যদি দিনের আলোচ্য কর্মসূPx ইংরেজি ও উর্দুতে প্রকাশ করা হয় তাহলে তা অবশ্যই বাংলাতেও করতে হবে, কেননা দিনের আলোচ¨ KgmPx কার্যবিবরণীরই অংশবিশেষ।.... যেহেতু দিনের আলোP¨ KgmPx ইংরেজি ও উর্দুতে প্রকাশ করা হয়েছে সেহেতু তা বাংলাতেও করা DwPZ wQj|Ó

১৯৭০ সালের ২১শে ফেব্রন্বয়ারিতে শহি` স্মরণে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'আজকের এইদিনে স্মরণ করি সেইসব kwnদদের যারা নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসার অপরাধে অত্যাচারী শাসকের মরণযজ্ঞে অকালে আত্মাহুতি দিয়েছেন।........ hZw`b evsjvi AvKvk _vKবে, যতদিন বাংলার বাতাস থাকবে, যতদিন এদেশে মাটি থাকবে, যতদিন বাঙালীর সZv থাকবে, ততদিন শহীদদের আমরা ভুলতে পারব না। আমরা কোনক্রমেই শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। এই বিজয় সাতকোটি বাঙালীর বিজয়, দরিদ্র জনসাধারণের বিজয়।'

Ggb cvÁ `vkwbK fvebv evsjvi মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষার মর্যাদায়। বাঙালির বিত্তবৈভবকে তিনি লালন করেছেন নিজের আত্মপরিচয়ের সবটুকু জায়গাজুড়ে। e½eÜz GB c_ পরিক্রমাকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক মূল্যায়ন করেছেন সৃজনশীল মাত্রায়- ÔÔপরাধীন বাংলায় তিনি রাজনৈতিক আন্দালনের কর্মী থেকে µমান্বয়ে হয়ে উঠেন সকলের প্রিয় ÔgwRe fvBÕ, জনগণের পড়া থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত হয়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন। রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি অর্জন করল তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করলেb ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে বাংলা ভvষার চিরকালীন বিকাশের AMj খুলে গেল, বাOwj RwZmËv GKwU ivó fvebvq cwiYZ nলjv। খুব কাছ থেকে তাঁকে যারা দেখেছেন তারা বলতে পারবেন, GB মানুষটির বিরাটত্ব কোথায় লুকিয়ে ছিল। সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে তাঁদের মাথে মিশে যেতে পারতেন তাদের দুঃখ-সুখের সাথী হয়ে। বিচড়াণতার সাথে লড়া` করলে বোঝা hvq যে ÔevOwjZÕ বিষয়টি মূর্তিমান হয়ে রয়েছে তাঁর ব্যবহারে, খাদ্যাভাসে, পোশাকে। সবচেয়ে বেশি করে তাঁর মননে, চিন্তনে, আবেগ-অনুভূতির অনুরণনে। সেজন্যই ছাত্রসমাজ তাঁকে গ্রহণ করল Ôe½eÜz নামে, এই নামেই শেষ পর্যন্ত পরিণত হcjv mgM RwZi সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সেতুবন্ধ।Ó

GB mÎ aরে উলেøখ করতে হয় বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর মননশীল চিন্তা। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে আমরা দরিদ্র নই। আমাদের ভাষার দু'হাজার বছরের একটি গৌiegq ইতিহাস আছে। আমাদের সাহিত্যের fvÛার সমৃদ্ধ। আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। আজকে স্বাধীন জাতি হিmvবে বিশ্বের দরeারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেনঃ 'আমি সাহিত্যিক নই, শিল্পী নই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনভাCe কোন মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সারা Rxeন জনগণের সাথে নিqে msMÖvg করেছি, এখনও করছি, ভবিষ্যতে যা কিছু করব জনগণকে নিয়েই করব। সুধী বন্ধুরা, আপনাদের কাছে আমার আবেদন- আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি যেন শুধু শহরের পাকা দালানেই আবদ্ধ হয়ে না থাকে। বাংলাদেশের গ্রাম-MÄামান্তরের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও তাতে প্রতিফলিত হয়। আজকের সাহিত্য সম্মেলনে যদি এসবের সঠিক মূল্যায়ন হয় তবে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত ne|Ó

এভাবে গণমানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করার কথা বলেছেন। জাতির সাংস্কৃতিক বোধে মনুষ্যত্বের বোধকে প্রতিষ্ঠিত করাi চিন্তাও উচ্চারণ করেছেন তিনি। বিশ্বজোড়া মানুষের শান্তিতে থাকার স্বপ্নও ছিল তাঁর মধ্যে। ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন। নিজের মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি বাঙালি জাতিসত্তার দিগন্ত প্রসারিত করেছিলেন। অন্যদিকে বিশ্বের মানুষের জন্য শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। উদ্ধৃতি : ÔRbvব সভাপতি, আজ এই মহামহিমান্বিত mgতাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এইজন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রYwaKvi প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙwj RwZi Rb¨ Bnv GKwU ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিZ ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রড়িাত আছে, আমাদের লড়া লড়া মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সকল মানুষের আশা-AvKvঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া cZvjvi Rb¨ evOwj RwZ cY cwZkæwZe×|Ó

তাঁকে বাংলাদেশের সাহিত্যে অনবরত স্মরণ করেছেন দেশের লেখকবৃন্দ। কবি রোকনুজ্জামান খানের একটি কবিতার নাম 'মুজিব'। উদ্ধৃতি :

meR k¨vgj ebfwg gvV b`xZxi evjPi
meLtানে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘর।
সোনার দেশের মাঠে মাঠে ফলে সোনাধvb iwk iwk
ফসলের হাসি দেখে মনে হয় শেখ মুজিবের হাসি।
শিশুর মধুর হাসিতে যখন ভরে বাঙালির ঘর,
মনে হয় যেন fkশু হয়ে হাসে চিরশিশু মুRei|
আমরা বাঙালি যতদিন বেঁচে রইব এ বvsjvq
স্বাধীন বাংলা ডাকবে : মুজিব আয় ঘরে ফিরে আয়।

মণীষী আবুল ফজলের কথা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন : 'সারা বাংলাদেশে শেখ মুজিবের bvg GK Rv`gন্ত্র। শিড়িাত-Awkwÿ Z, wkï-বৃদ্ধ, অন্তঃপুরিকা বধূ সকলের মনে এ নাম বয়ে আনে এক অপূর্ব শিহরণ। এ নাম যেন তাদের সামনে অন্ধকারে GK D¾j c`xcশিখা। শেখ মুজিব বাঙালি-মনে অনেক সূর্যের আশা। শেখ মুজিবের বিশেষ অবদান তিনি বাঙালিকে আত্মসচেতন করে তুলেছেন, বাঙালি জাতীয়তাকে দিয়েছেন ভাষা। বাঙালির অভাব-অভিযোগ, দাবি-`vIqv, Avkv-আকাঙ্ক্ষাকে বাংলার নগরে-বন্দরে, শহরে-গ্রামে, ধনীর অট্টালিকা থেকে গরিবের পর্ণকুটির পর্যন্ত সর্বত্র পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। তাঁর 'জয় বাংলা' স্লোগান বাংলা I evOwji AvZ¥mÜvb Avi AvZ¥-আবিষ্কারেরই যেন এক অমোঘ মন্ত্র।'

এভাবেই বঙ্গবন্ধু বাংলার-evOwji| তিনি বাঙালির জীবনে হিরন্ময় জ্যোতি। ইতিহাসের পাতায় তাঁর অবস্থান বঙ্গ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা।

History's Banga, Bangabandhu's Bangladesh

Selina Hossain

The infallible utterances of the father of the nation Bangabandhu: "I shall say while climbing the gallows, I am a Bangali, Bangla is my land, Bangla is my language, Joy Bangla" has been absorbed in the essence of our Bangali identity and ethos. Through these articulations, he established the glory of Bangali identity in the global arena by rejuvenating the Bangalis for establishing an independent and sovereign Bangladesh under his strong leadership. His death at this juncture has not merely made the occasion a day of mourning for the Bangalis all over the world. From the position of glory and honour, he has become a deathless man before the Bangalis.

This territory has been known by different names for over one thousand years. At one time, it was called 'Gangariddhi' and 'Gouda'. In his book 'Bangalir Itihash: Adi Parba' (History of Bangali: Ancient Phase) the renowned historian Nihar Ranjan Ray wrote: "The efforts that Shashanka, the Pala and Sena kings made to unite all the habitats of Bangla under a single name 'Gouda' was not successful. That good fortune came under the name of Banga; that Banga was despised and ignored by the Aryan civilization and culture; that Banga carried lesser glory and affection for the Pala and Sena kings. But unification of the whole of Bangla under the name 'Banga' did not happen during the Hindu rule. It happened during the so-called Pathan rule and assumed fuller shape during the reign of Emperor Akbar. At that juncture, it became known as 'Suba Bangla'. The name 'Bangla' was established and got fuller identity during the British rule. However, today's Bangladesh is smaller than the 'Suba Bangla' of Akbar".

Based on the reputation Bangla enjoys throughout the world, there is no scope to term this territory as small. In the perspective of history, the Bangali nation had passed through the annals of time while waiting for the leadership of Bangabandhu for a long period. He was the only leader in the subcontinent who had added an independent state to the subcontinent's map. Seven and a half crore Bangali had heroically dedicated themselves for achieving this. The firmness of his leadership was moistened with the unforgettable spirit of people's love. His death anniversary carries a bigger notion of something above death. Bangabandhu exists similar to many other world leaders who provide inspiration even today on the pages of history. The revolutionary leader of Cuba Fidel Castro got introduced to Bangabandhu during the non-aligned summit held in Algeria in 1973 after the liberation of Bangladesh. Highly impressed after meeting Bangabandhu, he uttered, "I could not see the Himalayas, but I have seen Sheikh Mujib. This man is similar to the Himalayas in terms of personality. I could see the Himalayas in this way". The small territory named Bangladesh became massive before the world in this manner. Bangabandhu accomplished the impossible task of guiding this country to the top by overcoming the smallness of its geographic shape. He popularised the country's identity like many other world leaders. The name of Nelson Mandela got attached to South Africa, Ho Chi Minh with Vietnam, Sukarno with Indonesia, Colonel Nasser with Egypt, Yasser Arafat with Palestine. Similarly, Sheikh Mujibur Rahman's name became synonymous with Bangladesh. The self-identity of the Bangalis will never be complete without pronouncing his name.

He was the saviour of the Bangalis. In the eternal current of Bangali civilisation and culture, he was the architect of a new resurgence. The flourishing of Bangali nationalism then assumed fuller shape through establishment of an independent state.

After the partition of Indian subcontinent in 1947, the eastern part of Banga became a part of the new state called Pakistan with the name 'East Pakistan'. From his philosophical standpoint of nationalism, Bangabandhu was vocal in the constituent assembly of Pakistan for calling East Pakistan as East Bengal. On 25 August 1955, he said at the constituent assembly, 'Mr. Speaker, the government has changed the name of East Bengal to East Pakistan. We place the demand to use the Bangla name. The Bangla name has a history, a heritage. The people of Bangla have to be asked if this name is to be changed. It should be gathered from them whether they give their consent to the changing of that name. As an identity, Bangla was not merely a word; it represented the life-philosophy of a nation. All humans embrace the truth of their nationality after their human identity'. Bangabandu infused this faith among all the Bangalis.

Language is a principal ingredient of national identity. Bangabandhu also spoke on the question of the honour of Bangla language during different sessions of the Pakistan constituent assembly. On 9 November 1955, he said at a session of the constituent assembly in Karachi, Sheikh Mujibur Rahman : "Honourable Mr. Deputy Speaker, I shall have to speak in Bangla. I feel very sorry that this language would not be comprehensible to you, but even then I shall have to speak in Bangla. (Disruptions in between speech) I am sorry that Honourable Deputy Speaker does not understand Bangla. Honourable Mr. Speaker, I thank you immensely for giving me the opportunity to speak in Bangla language".

He again spoke in favour of Bangla at the constituent assembly on 17 January 1956: "Sir, I am drawing your attention to a special privilege motion. Sir, section 29 of the rules of procedure of Pakistan constituent assembly clearly mentions that there are three official languages in parliament: English, Bangla, and Urdu. But Sir, you know that the day's work schedule has been distributed in only English and Urdu, not in Bangla. I do not know whether you are aware of the subject, or whether it has been done intentionally. ... Sheikh Mujibur Rahman : The proceedings must have been written in Bangla. But the question is, as the three languages have been recognised as official languages, therefore all the three languages should be accorded due honour. If the daily work schedule is published in English and Urdu, then it should certainly be published in Bangla as well, because the daily work schedule is part of the proceedings. ... As the day's work schedule has been printed in English and Urdu, it should therefore have been done in Bangla as well".

During his speech at a function in memory of the language martyrs on 21 February 1970, Bangabandhu had said, "I recall today those martyrs who had to sacrifice their lives prematurely during the killing ritual of a repressive regime, for their crime (!) of loving their motherland. ... As long as the sky of Bangla remains, as long as the air of Bangla prevails, as long as the soil of Bangla exists, as long as the Bangalis live, we shall never be able to forget these martyrs. We shall never allow the blood of martyrs to go in vain in any way. This victory has been the victory of seven crore Bangalis, the triumph of the poor masses".

This pragmatic philosophy equated the soil and people of Bangla with the honour of their mother language. He nurtured the riches of Bangaliness in all spaces of his self-identity. Renowned litterateur Hasan Azizul Haque evaluated this journey of Bangabandhu in a creative manner, "From being an activist in political movements of subjugated Bangla, he gradually became the favourite of all as 'Mujib Bhai'. After being declared by the masses as Bangabandhu, he provided leadership in the movement for independence. The Bangali nation won their greatest achievement – independence – in exchange for blood. Bangabandhu established a language-based state system through which the door for the eternal flourishing of Bangla language opened up, the Bangali nation-entity became a state-concept. Those who observed him from a close range would be able to say where was hidden the bigness of this man. He could mix with the

ordinary people and became companion of their sorrows and happiness by touching their hearts. If he can be looked at judiciously, then it can be realized that the Bangali identity found expression in his manners, eating habits and dresses; most of all in the resonance of his mind, opinion, emotions and feelings. That was why he was hailed by the student community as 'Bangabandhu', and this name ultimately became the bonding bridge of identity for the whole nation".

Bangabandhu's intellectual views should be mentioned while dwelling on this theme. An international conference was organised by Bangla Academy in Dhaka in 1974. Bangabandhu said during its inaugural ceremony, "We are not poor from the perspective of literature, culture and heritage. Our language has a glorious history of two thousand years. The storehouse of our literature is rich. Our cultural heritage is luminous with its own features. If we are to hold our head high in the world stage as an independent state, we shall have to establish the honour of our language, literature, culture and heritage at home and abroad". In this context, he further said: "I am not a litterateur, nor an artiste, but I believe people are the sources of all literature and art. It is not possible to create a great literature or a noble artwork by becoming isolated from the people. I have waged struggles by taking people alongside me throughout my life; I am doing that even now, and whatever I do in the future will be done by taking along the people. Dear friends, my appeal to you is – our literature, culture should not remain confined within the concrete buildings of towns. The pulses of the life-force of crores of people living in the villages of Bangladesh should also be reflected by those. If today's literary conference makes proper evaluation of these, then I shall be most happy".

In this way, he spoke about upholding the prestige of the mass people. He also articulated the idea of putting humanism into the cultural ethos of the nation. He also dreamt of peaceful coexistence of mankind all over the world. Bangabandhu delivered his speech in Bangla language at the United Nations on 23 September 1974. He widened the horizon of the Bangali nation-state through his speech in the mother language. On the other hand, he spoke also about establishing peace and justice for the people of the world. To quote: "Mr. President, today while standing at this noble gathering, I share my complete satisfaction with you all, because the 75 million people of Bangladesh are represented at this assembly today. By marking the completion of the struggle for self-determination, this moment is historic for the Bangali nation. The people of Bangla struggled for centuries to realize the right to live in freedom and survive with the prestige of a free citizen in an independent state; they aspired to live in peace and cordiality with all nations of the globe. Millions of our people made supreme sacrifices for upholding the ideals which are enshrined in the charter of the United Nations. I know, the Bangali nation is fully pledge-bound to build a world conducive for realization of the hopes and aspirations of all humans in order to establish peace and justice".

The writers of the country have repeatedly reminisced about him in the literature of Bangladesh. The title of a poem by the poet Rokanuzzaman Khan was 'Poet'. To quote from it:

Green verdant forests, fields, riverbanks, sandy shoals
Everywhere is strewn the homes of Bangabandhu Sheikh Mujib.
Heaps of golden paddies are produced in the fields of golden land
The smiles of the crops seem to be the laughter of Sheikh Mujib.
When the Bangali dwellings are filled with the sweet smiles of kids,
It appears the eternal Mujib is laughing by becoming a child.
As long as we Bangalis live in this land of Bangla
The independent Bangla will call: Mujib come back home.

The words of the great intellectual Abul Fazal is worth remembering: “The name of Sheikh Mujib is a magical mantra all over Bangladesh. This name brings a wonderful excitement to the minds of all including the educated and illiterates, children and old, and females confined in homes. To them, this name is like a luminous flame of torch in the midst of darkness. Sheikh Mujib is like the hopes of many suns in the minds of the Bangalis. The special contribution of Sheikh Mujib is that he made the Bangalis self-conscious, gave Bangali nationalism a language. He could transmit the wants and complaints, demands and needs, hopes and aspirations to cities and ports, towns and villages, the palaces of the affluent to the huts of the poor. His slogan ‘Joy Bangla’ was like an infallible mantra for the self-exploration and self-discovery of Bangla and Bangalis”.

In this way, Bangabandhu belongs to Bangla and the Bangalis. He is like a luminous light in the lives of the Bangalis. His position in the pages of history extends from Banga to the reality of independent Bangladesh.

Translation: ***Dr. Helal Uddin Ahmed***

শেখ মুজিব কেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্রষ্টা

Ges evOvwj RvwZi wcZv

kvgm¾vgvb Lvb

আমি ভাগ্যবান। কারণ আমি আমাদের বাঙালি জাতি-রাষ্ট্রের স্রষ্টা শেখ মুজিবকে দেখেছি। তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছি, কথা বলেছি, সমালোচনামূলক প্রশ্ন করেছি— DËi শুনেছি।

তাঁর কথা বলার ধরন ছিল অত্যন্ত AvKlYxq I ü`qMvnx| Agb kvলপ্রাংশু দেহকান্তি, অনিন্দ্যসুন্দর চেহারা, ব্যক্তিত্বের প্রবলতা, আর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর যে-কোনো মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট ও মোহাবিষ্ট করে ফেলত। আর তাঁর বক্তৃতা! সে-GK we¯§qKi gv`KZvq fiv বিস্ফোরক শব্দাবwji wbcY বিন্যাস। ওজস্বিতা, আবেগ, যুক্তি আর তাঁর বলবার ধরনের সরসতায় তাঁর বক্তৃতা হয়ে উঠত জনচিত্তহারী এক নিপুণ শিল্প। ১৯৭১-G wekweL¨vZ *wbDRDBK* mvßvwnK সাময়িকী তাঁকে যে 'রাজনীতির কবি' (Poet of Politics) আখ্যাত করেছিল তা তাঁর বক্তৃতায় ওইসব সৌন্দর্যভরা ও আকর্ষণীয় শিল্পগুণের জন্যই।

বঙ্গবন্ধুকে বলা nq ÔK¨vwikg¨vwUK wjWvi Õ (Charismatic Leader), অর্থাৎ তাঁর চরিত্রে ক্যারিkgv-¸Y যুক্ত হয়েছে। K¨vwikgv Kx? ÔK¨vwikgvÕ nqjv 'সম্মোহনী' শক্তি। যে-নেতার kw³kvjx, AvKlYxq I Abb¨ e¨w³MZ ¸Yvewj অন্যকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে, তিনিই ক্যারিশম্যাটিক wjWvi| e½eÜ রাজনৈতিক জীবনে GB ¸Yvewল অর্জন করেই হয়ে ওঠেছিলেন দুঃখ-দৈন্যcwoZ, দুর্দশাগ্রস্ত ও উপেক্ষিত-ewÂZ evOvwji gnvb RvZীয়তাবাদী নেতা এবং বাঙালির শতসহস্র বছরের স্বাধীন রাষ্ট্রকামনা বাস্তবায়নের মহান রূপকার। তাই তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও স্রষ্টা এবং রাষ্ট্রনৈতিক অর্থে ivówcZv (Founding Father of Bangladesh State)| কারণ, শুধু রাজনীতির কবি না, একটি অসংগঠিত জনগোষ্ঠীকে সুপরিকল্পিত দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় সড়াম হওয়ায় তিনি একইসঙ্গে রাজনীতির কবি ও প্রকৌশলী এবং এই অনন্য কীর্তির জন্যই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাvOvwj|

`B

শেখ মুজিবর কেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ivóbvqK (Statesman)? কেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি? কেন তিনি বাঙালি জাতির পিতা? এসব প্রশ্নে কারো কারো সংশয় থাকতে পারে, থাকতে পারে ভিন্নমত; কিন্তু ইতিহাস ও রাষ্ট্র-দর্শনের তাত্ত্বিক বিচারে এ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। কোনো ভৌগলিক অঞ্চলের মানুষ শতসহস্র বছরের নানা উপাদান, নানা ড়োত্রের প্রতিভাবানের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে ধীরে ধীরে একটি জাতি হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে; এবং কোনো একটা যুগে সেই জাতি তার mvgwRK-সাংস্কৃতিক-gb¯wËK ও রাষ্ট্রসত্তাগত চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। দেশের সর্বস্তরের ব্যাপক বিপুল মানুষের মনে এই সর্বোচ্চ চেতনার স্তর সৃষ্টিতে যে-নেতার প্রধান ভূমিকা থাকে এবং সে-ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত হয়ে যখন তা-একটা যুগ পরিবর্তনের Bw½Z দেয় তখনই কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর মাহেন্দ্রক্ষণ। বাঙালি জাতির জীবনে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। আর সেই চূড়ার ওপর দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিZ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করেন : 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বাঙালি হাজার বছর ধরে এই ঘোষণার অপেক্ষায় ছিল। এজন্যই শেখ মুজিব হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি| KviY, wZwb বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের এবং অন্তরের অন্তস্থলে গুমরে মরা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন সেদিন। যুগের দাবিকে সাহসে, শৌর্যে ও দার্ঢ্যে ভাষা দিয়েছিলেন তিনি দখলদার বাহিনীর কামান, বন্দুক ও হেলিকপ্টার গানশিপের যে-কোনো মুহূর্তে গর্জে ওঠার ভয়াল পরিস্থিতির মুখে। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো নেতা এমন ভয়ঙ্কর জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে এতো অকুতোভয়ে স্বাধীনতার কথা উচ্চারণের সাহস করেননি। এই নজীরবিহীন ঘটনার জন্যেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা, নিজস্ব রাষ্ট্রসত্তাগত বাঙালি জাতির wcZv এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্রষ্টা।

Zvর চেয়ে প্রতিভাবান ও বহুগুণে গুণান্বিত বাঙালি অনেকেই ছিলেন; তবু যে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও আধুনিক ivómËvi AwaKvix evOvwj RvwZi wcZv, Zvi KviY :

GK : wZwb হাজার বছরের বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সংগ্রাম, ত্যাগ-wZwZÿv, Kviv-যন্ত্রণা ভোগ করেই বাস্তবরূপ দিয়ে গেছেন। শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, বিজ্ঞান বলুন বা রাজনীতি প্রযুক্তি যাই বলুন কোনোকিছুই স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো নয়। অতএব, ওইসব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ, আর এক অসংগঠিত জাতিকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লড়্যে সময়োপযোগী মোড়াম কর্মসূচির মাধ্যমে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে ঐক্যবদ্ধ করে মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে আধুনিক মারণাস্ত্র সমৃদ্ধ দখলদার বাহিনীর কব্জা থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনে দেয় তুল্যমূল্য বিবেচিত হতে পারে না;

`*B* : e½eÜi অতুলনীয় কৃতিত্ব এখানে যে তিনি বাংলাদেশে চারটি ধর্মে বিভক্ত অসম ও অসমন্বিত উপাদানে গঠিত evOwj RwZi Ges cvq EbcÂvkwU ÿ` RwZmত্তাকে একই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অটুট ঐক্যে গ্রথিত করে একটি জাতি-ivó cwZôvq mÿg nb| G iKg mvdj¨ bwRiwenxb;

wZb : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্রষ্টা এবং নবরাRনৈতিক জাতির পিতা Zvi ZwËK wfwËi Rb¨ আমরা এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ ভাবুক জার্মান দার্শনিক হেগেলের শরণ নিতে পারি। হেগেল বলেন : "Man owes his entire existence to the state, and has his being within it alone." তিনি আরো বলেন, "The Great man of the age is one who can put into words the will of his age, tell his age, what its will is, and accomplish it. What he does is the heart and essence of his age, he actualizes his age" (*Philosophy of Right* গ্রন্থ)| শেখ মুজিব তাঁর যুগের ইচ্ছা ও এষণাকে (will of his age) বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন (actualize his age)। তাই তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও বাঙালি RwZi wcZv|

বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে কয়েকশো বছরে যে-বাঙালি জাতি গড়ে ওঠে তা ছিল একটি নৃগোষ্ঠী (Race) gvÎ| GKB fvlv I mvaviY Av_-সামাজিক জীবনধারার বিকাশের ফলে এবং শারীরিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক গড়নের সাযুজ্যে GB নৃগোষ্ঠী স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বহু ড়োত্রের নানা মনীষীর ¯ স্ব ড়োত্রে চিন্তার নব নব বিন্যাসে একটি উন্নত জনগোষ্ঠীতে (Community) cwiYZ nq| প্রায় তিন দশকের স্বাধিকার ও সুপরিকল্পিত স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তা একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। এই জাতিরই মূল স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

KviY, In the thousand year history of Bengal, Sheikh Mujib is her only leader who has in terms of blood race, language culture and birth, been a full blooded Bengali. His physical stature was immense. His voice was redolent of thunder. His charisma worked on people. The courage and charms that flowed from him made him unique superior an in these times (Cyril Dunn-London Observer) বৃটিশ পার্লামেন্টের m`m¨ Lord Fenner Brock বলেন, In a sense, Sheikh Mujib is a great leader than George Washington, Mahatma Gandhi and De Valera.

evOwj জাতি গঠনে নানা কাল-পর্বে অবদান রাখেন চর্যাপদের সিদ্ধসাধক, নাথ-যোগী তান্ত্রিক মধ্যযুগের কবি-mwwnwZ¨K, fveK-চিন্তক, evDj-ৈòe Ges Kweqvj-বয়াতি ও লোকজ সংস্কৃতির গুণিজন। এবং আধুনিককালের আচার্য প্রফুলম্নচন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, এ কে ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথ, নজরম্নল, জীবনানন্দ, মওjvbv fvmvbx, W. gn¤§` knx`jøvn, Ave`j Kwig mwnZ¨wekvi`, e¨wi÷vi Ave`i রসুলসহ অনেকে। তবে ইতিহাসের গতিধারায় রাজনৈতিক উত্তুঙ্গ মুহূর্তের (Momentum) সৃষ্টি করে তাকে বাস্তবায়িত করার কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর যোগ্য ডেপুটি তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য রাজনীতিবিদদের।

cwK¯wb kvmK-শোষকদের ২৩ বছরের স্বৈরাচার, সামরিক জান্তার নানা ষড়যন্ত্র, কূট চক্রান্ত এবং বাঙালিদের শোষণ-বঞ্চনার বিরম্নদ্ধে এদের ওই রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির বৈধ অধিকারে বঙ্গবন্ধুর (১৯৭১-এর ২৫ মার্চে পাকি দখলদারের সশস্ত্র আক্রমণের পরciB) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তাwb হানাদার বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে যাওয়া সৈয়দ নজরম্নল ইসলাম-ZvRDÏxb আহমদের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকার নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ ভূখ- সকল ধর্ম-m¤ú`vq ও ড়্গুদ্র জাতিসত্তার নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। গোটা এশিয়া বিশেষ করে ধর্মপ্রবণ ও শিড়্গাদীড়্গাহীন দwi`¨cxoZ `wÿY GwkqvqG ধরনের একটি ধর্মনিরপেড়্গ ও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নজির ইতিহাসে বিরল। এদিকে লড়্গ্য রেখেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের gvbewaKvi Zাত্ত্বিক অস্টিন ডেইসি (Austin Dacey) বলেছেন : "Thomas Jefferson could have learned a lot about secular democracy from Sheikh Mujibur Rahman" (The Daily Star, March 17, 2006)|

Why Sheikh Mujib is the Best Bangali in the Last One Thousand Years, Founder of the State of Bangladesh and Father of the Bangali Nation

Shamsuzzaman Khan

I am lucky to have met Sheikh Mujib, the founder of our Bangali nation and state. I got the opportunity of coming in contact with him, talked with him, asked him critical questions and heard his answers.

His style of speaking was attractive and heart-touching. His tall and stout stature, extraordinarily handsome appearance, strong personality and cloud-deep voice used to attract and hypnotise anyone quite easily. And his orations! They were a flawless arrangement of explosive words filled with a wonderful intoxicating quality. Characterized by strength, emotion, reason and lucidity of expression, his speeches became an immaculate piece of art touching everyone's heart. In 1971 the world-famous weekly magazine *The Newsweek* gave him the title of "Poet of Politics" and that was only because of those beautiful and attractive artistic qualities of his speeches.

Bangabandhu is called a charismatic leader because of the charismatic qualities of his character. What is charisma? "Charisma" is a kind of hypnotic power. The leader whose strong, attractive and other unique personal qualities attract others like a magnet is a charismatic leader. Bangabandhu attained all these qualities in his political life and thus became a great nationalistic leader of the suffering, poverty-stricken, oppressed and neglected Bangalis as well as the great architect of the implementation of the Bangalis' hundreds and thousands of years' desire for an independent state. That is why, he is the architect, maker and the founding father of the state of Bangladesh. This is for the fact that he is not only a poet of polities but also an engineer of politics at the same time because of his success in establishing a state through a liberation war after urging a disorganized mass of people to take part in a mass upheaval and a well-planned long struggle and only because of this unique achievement he is the best Bangali in the last one thousand years.

Next, why is Sheikh Mujib one of the greatest statesmen? Why is he the thousand years' best Bangali? Why the father of the Bangali nation? Some people may have doubt about these issues; they may have different opinions. But it is not difficult to find answers to these questions if we make a theoretical judgment from the view point of history and state-philosophy. The people of a geographical area gradually develop into a nation because of their different elements possessed by them for thousands of years and the significant contribution of their talented people of various fields. And that nation in a particular age reaches the peak of their social, cultural, psychological and political consciousness. A nation reaches a golden moment when a leader plays an important role in creating this highest consciousness in the mind of the mass people of all walks of life and that role, after being recognized by all, suggests the change of an age. In the life of the Bangali nation, that golden moment arrived on 7 March 1971. At that opportune moment the indisputable leader of the Bangali nation declared, "The struggle this time is the struggle for emancipation. The struggle this time is the struggle for Independence."

The Bangalis waited for a thousand years for this announcement. For this reason, Sheikh Mujib is the best Bangali of the last one thousand years. It is because he on that day gave vent to

the Bangalis' thousand years' dream and the desire for freedom that lay dormant in the innermost corner of their hearts. He gave a brave and powerful expression to the demand of the time in the face of the fearful circumstances under which the occupation army's cannons, guns and gunships might any time start exploding. No other leader in the world history had the courage to utter the declaration of freedom so fearlessly in the face of such a terrible circumstance. It is because of this unique event that he is the undisputed leader of Bangladesh's struggle for freedom, father of the Bangali nation imbibing its own state spirit and the maker of the state of Bangladesh.

There were many Banglis who were more talented and had more qualities than him; nevertheless, he is the best Bangali of the last one thousand years and he is the father of the Bangali nation embodying the spirit of a modern state. That is because: firstly, he turned the Bangalis' thousand years' dream for freedom into reality through a life-long struggle making all kinds of sacrifices and suffering the pains of imprisonment. Be it art, literature, science, politics or technology — nothing is bigger than freedom. So achieving success in these things, and uniting a disorganized nation step by step through an effective timely plan with a clear political aim and urging them to take part in the deadly liberation war to snatch away freedom from the clutch of an occupation army equipped with modern deadly weapons are not at all comparable to anything.

Secondly, Bangabandhu's incomparable achievement is the fact that he was able to found a nation-state bringing under the same umbrella of the nationalistic movement the unequal and unintegrated elements of the Bangali nation comprised of the people of four religions and about forty-nine small ethnic groups. Such success is unique.

Thirdly, for the theoretical basis of the state of which Sheikh Mujib is the architect and the neopolitical nation of which he is the father, we can quote the German philosopher Hegel, the greatest thinker of this field. He says, "Man owes his entire existence to the state, and has his being within it alone." He further says, "The great man of the age is one who can put into words the will of his age, tell his age what its will is and accomplish it. What he does is the heart and essence of his age, he actualizes his age" (*Philosophy of Right*). Sheikh Mujib turned the will of his age into reality, that means, he actualized his age. That is why, he is the architect of Bangladesh and father of the Bangali nation.

Before the establishment of Bangladesh as a state, the Bangali nation that developed in the several hundred years was merely a race. This race turned into a developed community as a result of their common language and socio-economic life-style. Not only that, this development was possible because of their identical physical, mental and psychological traits. The novel sequence of the great thoughts of various intellectuals also contributed to this development. After the creation of Bangladesh through well-planned struggles for establishing their own rights and freedom for about three decades that race and community got a nation of their own. The main architect of this very nation is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Because, "In the thousand-year history of Bengal, Sheikh Mujib is the only leader who has in terms of blood, race, language, culture and birth been a full-blooded Bangali. His physical stature was immense. His voice was redolent of thunder. His charisma worked on people. The courage and charms that flowed from him made him uniquely superior in these times" (Cyril Dunn: London Observer). British parliament Member Lord Fenner Brock says, "In a sense, Sheikh Mujib is a greater leader than George Washington, Mahatma Gandhi and De Valera."

Those who contributed to the making of the Bangali nation in various ages and phases include the contemplator of the *Charyapada*, yogis, occultists, poets and litterateurs of the middle age, thinkers, mystic minstrels, *baishnabs*, folk-singers, and other great souls of the traditional folk culture, and Acharya Prafulla Chandra Ray, Chittaranjan Das, A.K. Fazlul Haque, Rabindranath, Nazrul, Jibananda, Mowlana Bhasani, Dr. Muhammad Shahidullah, Abdul Karim Sahittya Bisharad, Barister Abdur Rasul and many others of the modern age. However, the ultimate credit for creating a political momentum in the movement of history and turning it into reality goes to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his efficient deputy Tajuddin Ahmed and other politicians.

As part of the political struggles of these people against the autocracy and conspiracy of the Pakistani rulers and their exploitation of the Bangalis for 23 years, Bangabandhu with the legal right of an elected representative declared independence in the highest phase of the Bangali nationalistic, non-communal and democratic movement (immediately after the Pakistani occupation forces launched an armed attack on 25 March 1971). Following his arrest by the Pakistani army after that declaration of independence, the Bangladesh Government led by Syed Nazrul Islam and Tajuddin through a 9-month liberation war established a new state called Bangladesh for the people of all religions, communities and small ethnic groups. The establishment of such a secular and modern democratic state in Asia, particularly in the religion-prone, illiteracy-afflicted and poverty-stricken South Asia was rare in history. Having noticed this rare phenomenon, American human-rights theorist Austin Dacey Said, “Thomas Jefferson could have learned a lot about secular democracy from Sheikh Mujibur Rahman” (The Daily Star, March 17, 2006).

Translation: ***Professor M Jahurul Islam***

শোকগাথা: ১৬ আগস্ট ১৯৭৫

নির্মলেন্দু গুণ

আজ সারাদিন আমার চতুর্দিকে বCOv শোকাচ্ছন্ন নীরবতা ছিল।
একটি মৌমাছি আমার বুকে বসে আজ সারাদিন আমাকে তার
মধুসংগ্রহের সংগ্রামী ইতিহাস শুনিয়েছে; কাছেই কোথাও জন্ম হবে
bZb wkïi, Zvi wPrKvi-করা মুখের জন্য চাই নীলপদ্মের মধু।
'প্রহরী! প্রহরী! বলে আমি একবারও চেঁচিয়ে উঠিনি।
আমার প্রসারিত হাত থেকে খসে পড়েছে ক্লান্ত অনামিকা,
বুক থেকে পাঁজর-mn ü`wcÐ ছিটকে পড়েছে দূরে কোথায়...।
তবু ঐ অনাগত শিশুর লাল টুকটুকে জিহ্বার স্বপ্ন দেখে-দেখে
Awg mviwদন খুলে রেখেছিলাম আমার রক্তমধুভা-ারের মুখ।

Avgvi cwZwU A½-প্রত্যঙ্গ ছিল পরস্পরের ব্যথিত কফিন।
আজ সারাদিন আমার নিদ্রাহীন চোখ দুটো মগ্ন ছিল সম্পূর্ণ
নতুন এক নিদ্রার আস্বাদনে। খুব ক্লান্তি ছিল আজ সারাদিন।
সকালের সূর্য এসে ফিরে গেছে, আমি তাকে বসতে বলিনি।
কোথায় বসতে দেবো তাকে? রক্ত আর বারম্নদের ধূপগন্ধে
Aw½bvq mviw`b ঝরেছে গোলাপ। আমি তার অভিমান
থামাতে পারিনি। আমার হাতের ভাগ্যরেখা বেয়ে সারাদিন
লাল পিঁপড়েরা দল বেঁধে উঠেছে পর্বতশৃঙ্গ; কখনও-ev
অভ্যাসবশত কামড় দিয়েছে চামড়ায়, যদি কিছু রক্ত মেলে।

আমি আমার হাতের মুঠ সারাদিন খুলে রেখেছিলাম
সবার জন্য। আমার মুখশ্রীকে আমি যতদূর m¤e
অবিকৃত রেখেছিলাম আমার সন্তানদের কথা ভেবে।
আমার মৃত-মুখশ্রীতে পিতা পিতা বলে
লুটিয়ে পড়েছিল আমিহীন শ্রাবণের প্রথম বিকেল।
মুহূর্তের জন্য তখন LÄi রূপান্তরিত হলো চুম্বনে।

নারকেল গাছের পাতা ছুঁয়ে নেমে এলো সায়াহ্নের
শেষ আলো। নিস্তব্ধ ঝিলের জল থেকে উঠে আসা
jvj শাপলাগুলো গোধূলির ত্রস্ত কিশোরীর মতো
আড়চোখে আমাকে দেখলো শেষবার ..., তারপর
ডুব দিলো লেইকের লেলিহান জলে।
বিদায়ের শেষ-A¯ivগে রাঙা হয়ে উঠলো
আমার উন্মুক্ত চোখের দুটি পাতা।

সন্ধ্যায় সতর্ক প্রহরারত সৈনিকের ব্যূহ ভেদ করে
আমার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন সেই কবি,
hার কলম আপন ছায়ার মতো অনুসরণ করতো আমাকে।
তিনি এসে নত হলেন আমার ড়্গাত-উৎকীর্ণ বুকের উপi...,
আমার নিশ্চল দেহে স্থাপন করলেন তাঁর উষ্ণ আলিঙ্গন,
স্পর্শ করলেন আমার উড়ে যাওয়া স্কন্ধের ভয়াল গহ্বi |

কী অদ্ভুত মমতায় মাখা সেই স্পর্শ।
আমি প্রাণ নিয়ে জেগে উঠতে চাইলুম,
কিন্তু চোখ জাগলো না।
আমি তাকে আলিঙ্গনে জড়াতে চাইলুম,
হাত নিথর হয়ে থাকলো।
আমি চিৎকার করে কথা বলতে চাইলুম,
আমার স্বর মুক্ত হলো না।

আমার প্রিয় রবীন্দ্র-সংগীতগুলি গাইলেন না কোনো শিল্পী,
আমার রম্নহের মাগফেরাত কামনা করলেন না কোনো ইমাম,
আমার মুখ ঢেকে দেlয়া হলো না কোনো ïå-কাফনে।
গোপন আঁখির জলে আমাকে ভিজিয়ে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে
কবি আবে-জম্‌জমের পবিত্র পানির মতো ঝরতে থাকলেন;
hZ ÿ Y-না এই নগরী থেকে দূরে, আমার গ্রামের বাড়িতে
আমার জন্য তৈরি হলো কবর।

Elegy: 16 August, 1975

Nirmalendu Goon

A sorrowful silence surrounded me the whole day today.
A bee sat on my chest all day and
Uttered his chronicles of fighting to collect nectar: close by somewhere will
A newborn arrive, for its outcrying mouth the nectar of Blue lotus is longed.
I did not for once shout “Guards! Guards!”
A tired ring finger casted off my extended arms,
So too did the heart-along with ribs splatter around somewhere far...
And yet dreaming of the reddish red tongue of the unborn
I kept my sweet face of blood fuelled repositories.

On every direction was the distressed coffins of close ones.
Both the sleepless eyes of mine were completely overwhelmed the whole of today
Tasting a new slumber. Today was immensely tiring.
The morning sun went as it came, yet I did not tell it to stay back.
Where would I tell it to seat? Amidst the filth of blood and gunpowder
Roses have fallen on the courtyard all day. Its huff
I could not stop. Climbing down my fateline
Red ants flocked, tied and mounted, sometimes though
Bit my skin on instinct, if any blood is there by chance.

I did not fist my palm the whole day, kept it open.
For everyone. I kept my facial features as
Pure as possible keeping my children in mind.
Upon my dead-facial features saying father father
Fell down the selfless first afternoon of Shravan.
For a moment then a dagger turned into a kiss

Touching the coconut leaves came down
Last light before evening fell. From the silent waters of the lake came up
The red lilies like a feisty teenager at dusk
For the last time with a leer gazed..., and then
Dipped onto the flaming waters of the lake.
Before the last-afterglow came alight
My two eyelids set at liberty.

In the evening penetrating a phalanx of alert troops on guard
Stood by my bed that very poet
Whose pen would follow me like a shadow.
He came and bowed before my scathed-engraved chest
Performed a warm embrace on my stagnant body
Touched my grisly flown off shoulder cavity.

What amazing ruth that touch had
I tried with all my life to get up,
But my eyes did not awaken.
I wanted to embrace him,
The hand laid lifeless.
I wanted to scream out and talk,
My vocals remained captive.

No singer sang my favourite Rabindra-Sangeet (Tagore-Musicals)
Nor did any Cleric pray for the mercy of my soul,
My face was not covered by some white-shroud.
Amidst the darkness of the night drenched in tears of a secret eye
The poet shredded like the purity of the water of Abe-Zamzam,
Up until far away from this city, in my native village
A grave for me was prepared.

Translation: ***Khandker Muhtasim Omar***

ewÎk b¤i ewo

কামাল চৌধুরী

GB ewoUv RwZi wcZvi, GB ewoUv mevi
এই বাড়িটা মুজিব নামে পলাশ, রক্তজবার
GB ewoUv Akæ্লেখা শোকের আগস্ট মাস
এই বাড়িটা পিতৃভূমির কান্না, দীর্ঘশ্বাস

GB ewoUv cÙv-cgNbv, gagwZi Rj
এই বাড়িতে চিরকালের সাহস অবিচল
মুক্তিদাতা উন্নত শির—দীর্ঘদেহী ভোর
এই বাড়িটা অন্ধকারে তাড়ায় ঘুমঘোর

এই বাড়িটা একাত্তরে মুক্ত নীলাকাশ
nZ¨vKvix, kÎæসেনা, রাজাকারের ত্রাস
এই বাড়িটা সাহস দিলে আমরা জেগে থাকি
বাংলা মায়ের রক্তশপথ হাত উঁচিয়ে রাখি

এই বাড়িটা হাজার বছর পলিমাটির ক্রোধে
লালসবুজে মহিমাময় আত্মত্যাগী রোদে
GB ewড়িটা ধুলো-Kv`v, বৃষ্টিভেজা মাটি
gহাকালের বটের ছায়ায় আমরা সবাই হwU|

এই বাড়িতে মুজিব আছেন, জাতির বাতিঘর
iwe VvKi, bRiæj Zvi ctণের কণ্ঠস্বর
এই বাড়িতে পাল উড়িয়ে মহামানব আসে
জয়বাংলার স্রোতের মুখে নৌকোখানি ভাসে

তর্জনীতে আকাশ কাঁপে, তর্জনীতে দেশ
GB ewoUv eRKÚ—gw³ Awbtশেষ
এই বাড়িটা স্বাধীনতা, রক্ত দিয়ে লেখা
এই বাড়িতে বিশ্বজনের মহাসাগর দেখা

GB ewoUv স্মৃZmËv, RwZi Rv`Ni
এই বাড়িতে জাতির পিতা, আছেন মুজিবর
এই বাড়িটা তোমার আমার আত্মপরিচয়
GB ewoUv e½eÜ, RwZi wngvjq|

House number 32

Kamal Chaudhury

This house is of the father of the nation, one for everyone it became
This house is for the Palas, Red China-Rose in Mujib's name
This house is driven to tears for the month of August & it's mourning
This house is homeland crying, sighing.

This house is of the Padma-Meghna, Madhumati's water
This house holds courage, unshaken forever

The liberator's high held head-A dawn so steep
This house amidst darkness chases away sleep

This house is seventyone's free blue skies
Killers, enemy troops, Razakars left terrorised
This house gives us the courage to stay awake
Mother Bangla's blood oath, with arms raised we take

This house for a thousand years in rage of alluvion
In Selfless light of the glorious red and green
This house is dust-clay, soil rain soaked
Under the shadow of the banyan of eternity, we keep walking.

In this house is Mujib, the lighthouse of the nation
Robi Tagore, Nazrul is his soul's voice tone
In this house arrives the superhuman sailing
Along the mouth of the Joy Bangla wave, a little boat is trailing

The Fore-finger trembles the sky, it resembles the nation
This house is the thunderous voice- freedom legion
This house is independence, in blood which is written
In this house even humanity witnesses the ocean

This house is conscious, a national institution
In this house is Mujibur, the father of the nation
This house is for both you and me, our identity
This house is Bangabandhu, national Himalayas, the mighty.

Translation: ***Khandker Muhtasim Omar***